তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর প্রশ্ন

প্রভোস্ট-প্রক্টরের সামনে ছাত্রীদের কিভাবে থানাহাজতে নেয়া হলো?

রফিকুল বাসার ॥ শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহ্‌সানুল হক মিলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শামসুন্নাহার হলে পুলিশ অভিযান ও ছাত্রীদের থানা হাজতে আটক রাখার ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, হলে ঢুকে তাদের থানায় নিয়ে যাওয়া নিন্দনীয় ঘটনা। মধ্যরাতে ছাত্রীদের ধরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা দুঃখজনক। কিভাবে প্রক্টর-প্রভোস্টের সামনে ছাত্রীদের নিয়ে যায় সেটা আমার বোধগম্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্য এ ঘটনা ঘটেছে বলে তিনি বলেন।

শামসুন্নাহার হল ঘটনায় জড়িতদের যথাযথ শাস্তি দেয়া হবে বলে তিনি জানান।

রোববার 'সংবাদ'-এর সঙ্গে আলাপকালে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, কেন ছাত্রীদের হল থেকে থানা হাজতে নিয়ে যাওয়া হলো তা খতিয়ে দেখা হবে। কোন ষড়যন্ত্র বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এর মধ্যে আছে কিনা তাও বের করা হবে। প্রক্টর-প্রভোস্টের সামনে থেকে কি করে মেয়েদের পুলিশ

প্রশ্ন ঃ পৃঃ ২ কঃ ৭

প্রশ্ন ঃ শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

ধরে নিয়ে যায়? তাদের উপস্থিতিতে পুলিশ কি করে মেয়েদের হলে ঢোকে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিশ্চিত এই যাত্রা বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমরা দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। তাদের প্রতিবেদন পেলেই যথাযথ ব্যবস্থা নেব। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি এ প্রতিবেদন পেয়ে যাব। সুতরাং আমরা আশা করছি শিগগিরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে যাবে। ছাত্রদের আর অনিশ্চিত যাত্রায় থাকতে হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা যথার্থ হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার তাদেরই। তবে এ সিদ্ধান্ত ভাল হয়েছে। কারণ আমরা কোন জীবনহানি চাই না। উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্যও তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, যেহেতু তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার আছে সেজন্য কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে তার দায়ও তাদের ওপর বর্তায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্যই এ ঘটনা ঘটেছে।

ভিসির অপসারণ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে যদি ভিসিকে দোষী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তবে অবশ্যই তাকে পদত্যাগ করতে হবে। শুধু ভিসি নয়, তদন্ত কমিটি যাকে দোষী হিসেবে চিহ্নিত করবে সবাইকে শাস্তি দেয়া হবে।

প্রতিমন্ত্রী দোষীদের যথাযথ শাস্তির আশ্বাস দিয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের শান্ত হতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সব বিষয় ছাত্রছাত্রীরা বুঝবে এবং বুঝে সময় দেবে বলে আমি আশা করছি। একজন মানুষ দোষী প্রমাণিত না হলে কখনোই তাকে শাস্তি দেয়া যায় না।

মেয়েদের বিরুদ্ধে করা মামলা তুলে নেয়া হবে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিষয়টি কর্তৃপক্ষ দেখবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ সকলের সম্পদ। সম্পদ ধ্বংস করার অধিকার কারও নেই। যদি কেউ কোন সম্পদ নষ্ট করে থাকে তবে তার বিরুদ্ধে মামলা হতেই পারে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।